সমকাল

তারিখ ... 18 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সন্ত্রাসীদের কঠোর শাস্তি চাই

বাংলা নববর্ষ আবাহনের মধ্য দিয়ে দেশে যখন আনন্দমুখর আবহ স্বাভাবিক ছিল, তখনই আমরা গভীর হতাশা ও ক্ষোভের সঙ্গে এই জাতীয় উৎসব ঘিরে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের একের পর এক সন্ত্রাসমূলক 'কীর্তি' দেখছি। সূচনা হয়েছিল রংপুর মেডিকেল কলেজে নববর্ষের অনুষ্ঠান পালন ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই উপদলের মধ্যে পহেলা বৈশাখের দিন কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতি এবং পরদিন বুধবার সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ওই ঘটনার জেরে অন্তত আটজন আহত এবং মেডিকেল কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়। ওই দু'দিন প্রায় একই ধরনের ইস্যুতে সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দুই উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। তবে নববর্ষ পালন নিয়ে সবচেয়ে বড় সহিংসতা ঘটিয়েছে দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষ। বৃহস্পতিবার রাতে একটি গ্রুপের আয়োজনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান চলাকালে অপর গ্রুপ ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে 'কমান্ডো স্টাইলে' এসে অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মারধর, ফাঁকা গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ করে। এর জবাবে অনুষ্ঠানরত গ্রুপ 'প্রতিরোধ' গড়ে তুললে উভয় পক্ষের সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আহত হয় অর্ধশতাধিক। অন্যদিকে নববর্ষের দিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নিগ্রহ করে একই সংগঠনের কয়েকজন কর্মী। শেষোক্ত দুই ঘটনায় জড়িতদের ইতিমধ্যে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব। এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতে হয়। কেন এই সন্ত্রাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা? সাড়ে ছয় দশকের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটি কি পথ হারিয়েছে? সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক মুক্তির জন্য 'শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি' আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে গঠিত ছাত্র সংগঠনটিতে কেন অশিক্ষা, অশান্তি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বাড়বাড়ন্ত? এক সময় মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সংগঠনটি কেন এভাবে সন্ত্রাসী ও বখাটেদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে? অস্বীকার করা যাবে না যে, সার্বিক ছাত্র রাজনীতিরই নিদারুণ অবনতি আমরা সাম্প্রতিককালে দেখছি। বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শের অনুপস্থিতি প্রকট। অথচ স্বাধীনতার আগে ছাত্র রাজনীতি ছিল আদর্শভিত্তিক এবং সে আদর্শ ছিল দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করা। দেশের ছাত্র রাজনীতি এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থনির্ভর হয়ে পড়েছে। বস্তুত তারও আগে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে, এমনকি নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও এ দেশের ছাত্রসমাজ কতটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে, আমরা জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত আড়াই দশকের 'গণতান্ত্রিক' শাসনামলে আমরা বেদনা ও বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে আসছি, 'তুচ্ছ ঘটনা' নিয়েও প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন বা একই সংগঠনের উপদলগুলো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। আসলে ছাত্র রাজনীতি যখন অবৈধ উপার্জন ও ক্ষমতার মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন সংঘাত ও কোন্দলই অনিবার্য হয়ে ওঠে। দল কিংবা উপদলের আধিপত্য বিস্তার হয়ে ওঠে আদর্শের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো যে ধরনের তৎপরতায় যুক্ত, সেটাকে আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নেও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দায় ও দায়িত্ব অন্যদের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি। কারণ দেশের প্রধান যে কোনো বিদ্যাপীঠ অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে এর মাশুল সরকারকেই দিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, ছাত্রলীগকেই আমরা সবচেয়ে বেপরোয়া হতে দেখছি। এর অবসান ঘটাতে না পারলে খোদ ছাত্রলীগকে তো বটেই, মাতৃ সংগঠন আওয়ামী লীগকেও বড় মাশুল গুনতে হবে বৈকি। আমরা দেখতে চাই, রংপুর, সিলেট ও দিনাজপুরে সন্ত্রাস ও প্রাণহানির জন্য দায়ীদের আইনের আওতায় আনার মধ্য দিয়েই সেই জরুরি কাজটি সূচিত হবে।